প্রথম আলো

তারিখ ... 20 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
editorial@prothom-alo.info

প্রচেষ্টার ১০ বছর

ছাত্ররাজনীতি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাস চলবে না—এ ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখতে চাই

বুধবার ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানস্থলেই তিনি পৌঁছার আগে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার রাতে ফেনীতে খেলা নিয়ে যে দুটি গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে দুজন গুলিবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হয়েছে, তারাও ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে পত্রিকার খবরে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর জোট সরকারের হত্যা, নির্যাতন, জমি-বাড়ি দখলের কথা মানুষ ভুলে যায়নি।' তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'যারা এত কিছু করল, মানুষ হত্যা করল, হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হলো, বসতবাড়ি দখল করে পুকুর কাটা হলো—এসব কি দখলমুক্ত হবে না? নাকি বেদখলই থেকে যাবে।' আমাদের আশঙ্কা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভুল বার্তা পৌঁছাবে। তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে চাইবে। দেশে আইনকানুন আছে, সরকারের আছে পুলিশ, গোয়েন্দা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থা। বিগত সরকারের আমলে হত্যা-নির্যাতনসহ যেসব অন্যায়-অবিচার হয়েছে, সেগুলোর আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা এখন নিলে কেউ এর সমালোচনা করবে না।

কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জোটের শরিক দলগুলোর গুণ্ডা-মাস্তানেরা যেসব অন্যায়-অপরাধ করেছে, এখন তার পাল্টা জবাব দিতে হবে; আইনি প্রক্রিয়ায় নয়, বরং সেই একই আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়ায়—এ রকম চিন্তা ঠিক নয়। সরকারি দল ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে, সন্ত্রাসের মহড়া দিয়ে নিজেদের শক্তি ও দম্ভের প্রকাশ ঘটাবে, সাধারণ মানুষের শান্তি নষ্ট করবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যত্র ত্রাস সৃষ্টি করবে—এটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

দিনবদলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় যাওয়ার পর যদি আবারও সেই পুরোনো ঘটনাগুলোরই পুনরাবৃত্তি জনগণকে দেখতে হয়, তাহলে তা হতাশাব্যঞ্জক। একবার এসব শুরু হয়ে গেলে বন্ধ করার সময় আর পাওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পত্রপত্রিকা তাঁর সরকারকে সময় দিতে চায় না। এটা ঠিক নয়, সংবাদমাধ্যমে এসব ঘটনার খবর ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলেই ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে সংবাদমাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। সংবাদমাধ্যম তার নিজের কাজটুকু করার চেষ্টা করবে। ঘটনা ঘটলে সে খবর প্রচারিত হবেই। সরকারি দলের কর্মীরা যদি প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দেয়, আর তাদের পাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায়, তাহলে তা খবর বটে। সেদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর ছবি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধন্যবাদ। মনে রাখতে হবে, এভাবে গণমাধ্যম কার্যত সরকারকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সহায়তাই করেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী বলে চলেছেন, ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তাঁর দলের সহযোগী সংগঠনের কর্মীরাই যখন তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তখন তা অবশ্যই খবর হয়ে ওঠে।

পত্রপত্রিকার সমালোচনা না করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি নিজের দল ও অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সংযমী ও সহিষ্ণু আচরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেন; সরকারকে দলীয় না ভেবে জনগণের সরকার ভাবেন এবং দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণরূপে আইনানুগ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলেই মঙ্গল হবে। ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চলবে না বলে তিনি যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা বাস্তবেও সেটাই দেখতে চাই।